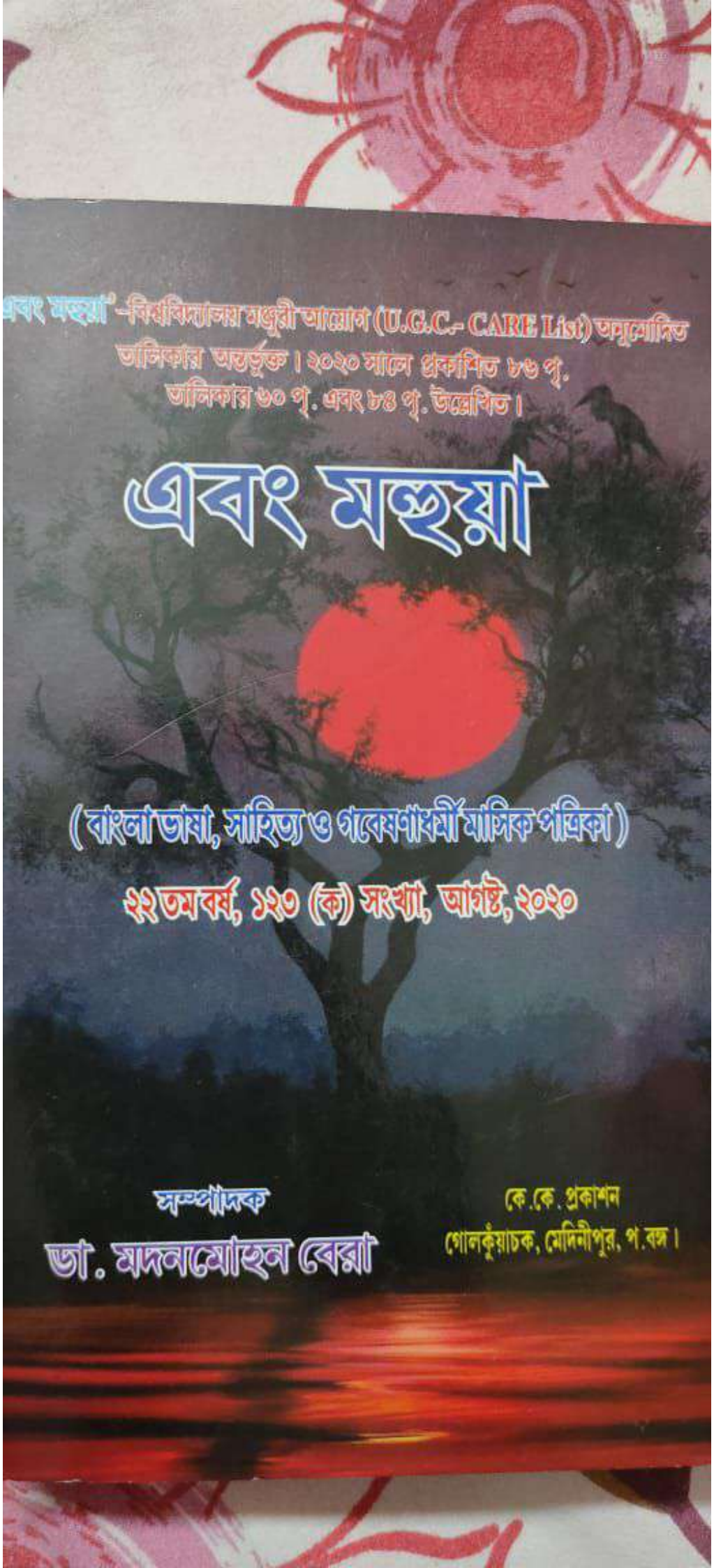
এবং মহুয়া' -বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগ (U.G.C.- CARE List) অনুমোদিত
তালিকার অন্তর্ভুক্ত। ২০২০ সালে প্রকাশিত ৮৬ পৃ.
তালিকার ৬০ পৃ. এবং ৮৪ পৃ. উল্লেখিত।
এবং মহুয়া
(বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও গবেষণাধর্মী মাসিক পত্রিকা)
২২তম বর্ষ, ১২৩ (ক) সংখ্যা, আগষ্ট, ২০২০
সম্পাদক
ডা. মদনমোহন বেরা
কে.কে. প্রকাশন
গোলকুঁয়াচক, মেদিনীপুর, প.বঙ্গ।

৫৭ .পৌণ্ড্র জাতির উদ্ভব : একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা
:: দিপালী মণ্ডল.....৪৬৭
৫৮ .প্রাচীন ভারতীয় রাজনীতিতে দেবত্ব আরোপের সংস্কৃতি
:: দেবাশীষ নস্কর.....৪৭৬
৫৯ .খেলাধুলা, শারীরিক ব্যায়াম এবং সাধারণ সুস্থতার পাশাপাশি
সামাজিক বিকাশের উপর Covid-19 -এর প্রভাব
:: ড. চন্দন কুমার পাসোয়ান.....৪৮৪
৬০ .সামাজিক ভূগোলের গুরুত্ব : ভারতীয় প্রেক্ষিত :: মিঠু রায়.....৪৯১
৬১ .বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভার প্রথম অধিবেশন পাত্রসায় :
একটি পর্যালোচনা :: ড. জগদ্বীপ কুমার চৌহান.....৫০৭
৬২ .ধানক্ষেতে বিভিন্ন প্রাণীর সহাবস্থানের তথ্য নিরূপন
পদ্ধতি ও পর্যবেক্ষণ :: তন্দ্রিমা শীল.....৫১৬
৬৩ .সামাজিক আন্দোলনে নব্য মাধ্যমের ভূমিকা :
ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীদের
উপর একটি অধ্যয়ন :: শ্রায়া ব্যানার্জী.....৫১৯
৬৪ .ঋত্বিক ঘটকের নাটক 'দলিল উদ্বাস্তু জীবনের এক
অনপত্র বিশ্লেষণ :: দেবাশিস মণ্ডল.....৫২৯
৬৫ .সাঁওতালি ও বাংলা প্রবাদের একটি তুলনামূলক আলোচনা
:: বাপি টুডু.....৫৩৬
৬৬ .দক্ষিণ বাঁকুড়ার এক লুপ্তপ্রায় লোকউৎসব
:: ড. চৈতালী মান্ডি.....৫৪১
৬৭ .দলিত আন্দোলন ও ই .ভি .রামস্বামী :: ড .তারক নাথ জাঁতুয়া....৫৪৭
৬৮ .'চোর' : ত্রয়ী লেখকের একই শিরোনামের গল্পে
দৃষ্টিভঙ্গির স্বরূপ (মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী,
নরেন্দ্রনাথ মিত্র) :: রিম্পা হাটি.....৫৫২
৬৯ .সমাজ কল্যাণে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় :: ড. নির্মল চন্দ্র মুদি.....৫৬১
৭০ .ন্যায়মতে জীবাত্মা নিত্য ও পূর্বজন্মের সাধক
:: তপতী গায়েন.....৫৬৭
৭১ .বাঁকুড়া সংস্কৃতি ও বহুলাড়া
:: জয়ন্ত মণ্ডল.....৫৭৫
ooলেখক পরিচিতি.....৫৮৪
oooUGC--CARE list.....৫৮৮

বি.দ্র. : সূচিপত্রে কোন ত্রুটি/ভ্রান্তি থাকলে প্রকাশনা সংস্থা মার্জনা প্রার্থী।

ধানক্ষেতে বিভিন্ন প্রাণীর সহাবস্থানের তথ্য নিরূপণ পদ্ধতি ও পর্যবেক্ষণ

তন্দ্রিমা শীল

ধানক্ষেতে পর্যায়ক্রমে সাময়িক জলমগ্ন অবস্থা এবং তার কিছু সময় পরই জলশূন্য অবস্থা দেখা যায়। জলমগ্ন ধানক্ষেত বেশ কিছু সংখ্যক প্রজাতির প্রাণীর জীবনচক্র সম্পন্ন করতে সাহায্য করে। যার মধ্যে পোকা, ক্রাস্টেসিয়ান, অঙ্গুরিমাল প্রাণী এবং কম্বোজ জাতীয় প্রাণী এমনকি মাছ , উভচর এবং সরীসৃপ প্রাণীর সহাবস্থান লক্ষিত হয়। এমনকি জলশূন্য অবস্থাতে পাঁকের স্বল্পজলেও কিছু প্রাণীর জীবনচক্র আবর্তিত হয়। জলমগ্ন এবং জলশূন্য উভয় অবস্থায় প্রাপ্ত প্রজাতির মধ্যে অধিকাংশই কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত মানুষের কাছে সস্তায় প্রোটিন জাতীয় খাদ্যে-সম্পদের চাহিদা মেটায়। একইভাবে বিভিন্ন প্রজাতির মশাও জলমগ্ন ও পাঁকপূর্ণ ধানক্ষেতকে নিজের প্রজনন ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করে। এই প্রকার প্রাকৃতিক অবস্থা মশাবাহিত রোগ সক্রমণের পক্ষে অনুকূল।

মশার অপরিণত দশা যেমন ডিম, লার্ভা, পিউপা পর্যাপ্ত পরিমাণে জলমগ্ন ধানজমিতে এবং জল জমে থাকা গর্তগুলিতে যেমন পাওয়া যায়, তেমনই মশা নিরোধক মশার প্রাকৃতিক শত্রু প্যাথোজেন এবং পরজীবী প্রাণীদেরও অবাধ বিচরণ-স্থল ধানক্ষেত। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, হেমিপটেরা, কোলিওপটেরা এবং ওডোনেটা বর্গর কিছু পোকার লার্ভা মশার লার্ভা দমন করতে সক্ষম। বিভিন্ন মাছের প্রজাতিও মশার লার্ভা দমনে সাহায্য করে। অপরিণত মশার লার্ভার শিকার বা পরজীবিতার মাধ্যমে জৈবিক নিয়ন্ত্রণ যা ধানক্ষেতে বিভিন্ন প্রজাতির সমন্বয়ের কারণে সম্পন্ন হয়, তার দ্বারাও মশা ও মশা-বাহিত রোগের নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এই কারণেই মশা বাহিত রোগ দমনের জন্যে ইন্টিগ্রেটেড ভেক্টর ম্যানেজমেন্ট পদ্ধতির প্রচলন ও সংরক্ষণের কথা বেশি করে প্রয়োগ করা প্রয়োজন। পোকা ও মাছের বিভিন্ন প্রজাতির সহাবস্থান ও তাদের বহুমুখী গুরুত্ব রয়েছে।সেইকারনে প্রাকৃতিক সম্পদ হিসেবে এদের প্রাচুর্য, বৈচিত্র ও পর্যায়ক্রমিক প্রাপ্তি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকা খুবই প্রয়োজন। এই জ্ঞানের মাধ্যমেই ধানক্ষেতের বাস্তুতন্ত্র সম্পর্কে ধারণা